মাসুদা ভাট্টি

চেয়ারটির একটি পা ভাঙা

গল্প

সে জানে না কোথায় আজ যুদ্ধ শুরু হচ্ছে, যুদ্ধইতো। তারই দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে কিন্তু তার এ বিষয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই, এমনকি এই যে ভ্যানটির শরীরে তারই জন্মভূমিতে ঘটে যাওয়া অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পোস্টার নিয়ে এই শীতের শহরে তাকে ঘুরতে হচ্ছে, সেটাও সে খুব ভালোবেসে করছে তা নয়। তবু করছে, কারণ আদেল জানে যে, এই পোস্টার নিয়ে ঘোরা শেষ হলে, দিনের অন্তে তাকে তারই দেশের একটি সংস্থা কিছু পয়সা দেবে, হিসাব করে দেখলে তার জন্মভূমির মুদ্রায় প্রায় এক সপ্তাহের কামাই, এখানে যদিও কিছুই নয়, দুই পেয়ালা চায়ের দামও নয়, তবু অর্থতো, উপরি আয় বটে, এখানকার সরকারের দেওয়া অর্থের সঙ্গে এটুকু যোগ করলে দেশের পরিবারকে একটু বাড়তি সুখ দেওয়া যায় — সেটাও অনেক। আদেল এসেছে বেলুচিস্তান থেকে, বহু পথ পাড়ি দিয়ে, বহু দেশের পুলিশ আর সীমান্তরক্ষীদের চোখ এড়িয়ে, একের পর এক দালালের হাত-বদল হয়ে মানুষ আদেল এক অপূর্ব সুন্দর হ্রদের দেশে এসে পৌঁছেছে, যেখানে মানুষের অধিকার

নিয়ে মানুষেরা কথা বলে, আদেলের মতোই তাদের শরীর চোখ-নাক, মুখগহ্বর, হাত-পা-নখ; এই শহরের মাঝখানেই রাখা আছে একটি চেয়ার, তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু একটি চেয়ার।

আদেল এই চেয়ারের ইতিবৃত্ত কিছুই জানে না। শহরের মাঝখানে, যেখান থেকে সকল দেশের সরকারের চেয়েও বড় সরকারের অফিস, যেখানে বহু দেশের পতাকা ওড়ে পতপত করে শীতগ্রীষ্মবর্ষায়, যেখানে পানির নাচ হয় দিনে-দুপুরে, দেবশিশুরা এসে হেসে হেসে নিজেকে পানি থেকে বাঁচাতে গিয়েও ভিজে যায়, কখনও কখনও প্রেমিকের হাত ধরে কোনো স্বর্ণকেশী নারীও খানিক ভিজে নেয় মনের আনন্দে, ঠিক সেখানে কেন এরকম একটি চেয়ার, বিশাল কাঠের টুকরো জোড়া দিয়ে বানানো লাল রঙের চেয়ারখানি দাঁড় করানো তা তার জানার প্রয়োজনও নেই হয়তো; এই যে এতো দেশ পার হয়ে এই দেশে আদেল এসেছে, কতো কিছুইতো সে দেখে এসেছে সবকিছুর ব্যাখ্যা কি তার কাছে আছে? নেই।

এই যে যেখানে চেয়ারটি দাঁড়ানো, সেখানে আদেলকে প্রায়ই আসতে হয়। বছরের এই সময়টায়, ফেব্রুয়ারির শেষে প্রতি বছরই আসতে হচ্ছে, মানে ওতো এসেছে মাত্র গত বছর জানুয়ারিতে। ফেব্রুয়ারিতেই ওকে পোস্টার হাতে নিয়ে ওর মতো আরো অনেকের সঙ্গেই দাঁড়াতে হয়েছিল এখানে। কারা যেন ওকে পোস্টারগুলো ধরিয়ে দিয়েছিল, এসব পোস্টারের ছবিগুলো ওর পরিচিত, কিন্তু লেখাগুলো নয়, কারণ ইংরেজি কিংবা অন্য কোনো ভাষার সঙ্গে আদেলের পরিচয় সামান্যই। এই 'কারা যেন'র মধ্যে আদেল সাঈদ আব্দেলকে চেনে, বুড়ো-আব্দেলের কোনো পরিবার-পরিজন নেই, আদেলের মতো আরো অনেক বেলুচি-ই বুড়ো-আব্দেলের পরিবার, তিনি এরকমটাই বলেন। এই শহরে, এই প্রতিবাদের শহরে, এরকম বুড়ো-আব্দেলদের বসবাস, তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, ভাষা আর গোষ্ঠী থেকে আসা। আদেল অবশ্য কেবল এই বেলুচি বুড়ো-আব্দেলকেই চেনে, বাকি কোনো আব্দেলের সঙ্গে তার পরিচয় নেই। অন্যের দুঃখের কিংবা যাতনার খবর নেওয়ার মতো সময় আদেলের নেই, যদিও ওরা যখন এরকম পোস্টার হাতে বিশাল চেয়ারটির পাশে গিয়ে দাঁড়ায় তখন আরো বহু নারী-পুরুষ-শিশু ভয়ঙ্কর সব ছবি পোস্টার-প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভাষাহীন মুখে, তাদের মুখে অতীতের কোনো চিহ্ন নেই, অতীতে তারা নির্যাতিত হয়েছিল কিনা সেকথা তাদের মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই, কারণ এই স্বচ্ছ জলের হ্রদের শহরে তারা একপ্রকার সুখেই আছে, এটুকু সুখও তাদের পাওয়ার কথা ছিল না। আদেলকে এরকম কথাই বলেছে আদেলের জন্মভূমির প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা আন্না— নামটা আন্না নাকি অন্যকিছু আদেল ঠিক বুঝতে পারে না, তবে এরকমটাই শোনায় আদেলের কানে, আদেল আন্না বলে ডাক দিয়ে আন্না উত্তর দেয়, দু'জনের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয় উপমহাদেশীয় একটি সিনেমার ভাষায়, তারা দু'জনেই উপমহাদেশের এই সিনেমা দেখে দেখে বড় হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল দিনে আদেলের সঙ্গে আন্নার পরিচয় হয়েছিল এই বিশাল চেয়ার-দাঁড়ানো ময়দানে, যদি তাদের উভয়ের জন্মভূমে কোনো রকম সমস্যা না থাকতো তাহলে কস্মিনকালেও তাদের দেখা হওয়ার কথা ছিল না, তাই উভয়ে উভয়কে দেখে আশ্চর্য হয়ে ভেবেছিল যে, তারা আসলে পরিচিত, সিনেমায় দেখে, পাশের বাড়িতে দেখে কিংবা দু'দেশের মাঝে ঘটা একাধিক হামলা আর পাল্টা হামলায় নিহত হওয়াদের ছবি দেখে তারা নিঃসন্দেহ হয়েছিল যে, তারা একে অপরকে চেনে। তাই তারা কথা বলা শুরু করেছিল, 'কী নাম?', আদেলই জানতে চেয়েছিল সিনেমার ভাষায়।

উত্তরে আন্না বলেছিল, 'আন্না, তোর?'

সিনেমার এই ভাষায় আপনি কিংবা তুমি'র চেয়ে তুই সম্বোধন বেশি হয়ে থাকে। তাই তারা সহজেই, যেনো কতোকালের পরিচিত একে অপরের সঙ্গে, কোনো রকম দ্বিধা ছাড়াই কথা শুরু করে, তুই সম্বোধনে। 'কবে এসেছিস এই দেশে?' — আন্না জানতে চায়।

ঃ বছর খানেক। আব্বুজিকে ওরা মেরে ফেলেছে। কিংবা এখনও কোথাও গুম করে রেখেছে, জানি না। আট ভাইবোন নিয়ে আম্মি গ্রামে থাকে। কেউ জানে না আমি কোথায় থাকি, মাঝে মাঝে পরিচিতদের হাত দিয়ে টাকা পাঠাই। সব পৌঁছে কিনা জানি না, কিন্তু খোঁজ নেওয়ার যো নাই। যদি জানে আমি এরকম পোস্টার নিয়ে দাঁড়ায়ে থাকি এই দেশে, তাহলে আম্মিকেও গুম করে দেবে। ওরা মানুষ কম করে ফেলতে চায়। যতো দ্রুত মানুষ কমে যাবে ততো দ্রুত ওরা ওদের লোকজন এনে বসাতে পারবে। আজকাল আমাদের গ্রামে, কাছের শহরে কতো অপরিচিত মানুষ, তাদের গায়ের রঙ আমাদেরই মতো, বুলি যদিও ভিন্ন, তারা এখানে এসে একেকজন রাতারাতি বিঘার পর বিঘা জমির মালিক হয়ে বসেছে। তাদের ব্যবসাপাতি আছে, তাদের ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে ভর্তি হয়ে যায় জল্‌দি জল্‌দি। তারা কাজ পায়, সরকারি চাকরি পায়। আমরা পাই না, আমাদের অবশ্য লেখাপড়া কম তাই আমাদের চাকরিতে আবেদনেরও সুযোগ নাই। তোর কিচ্ছাটা কি? তোর হাতের ছবিতে ওইটা কি মন্দির? তোর দেশে মন্দিরও পুড়িয়ে দেয়?

আন্না দু'দিনে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, 'আরে নারে এ মন্দির নয়, খ্রিষ্টানদের চার্চ। এই চার্চ পুড়িয়ে এখানে মন্দির বানানো হয়েছেরে। এখানেই পাঁচজনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হইছিলোরে। আমার বাবা পাদ্রি ছিল। পালিয়ে এসেছি। বাবা গেছে অস্ট্রেলিয়ায়। কোথাও না কোথাওতো যেতে হবে, নাইলে বাঁচবো কেমনে? ওরা বলে, আমরা নাকি একসময় ওদের ধর্মেরই ছিলাম, পরে বিদেশ থেকে পাদ্রিরা গিয়ে আমাদের ধর্মত্যাগী করছে, নতুন ধর্মে দীক্ষা দিছে। আমরা এখন সেখানে থাকতে পারছিনারে, আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে ওরা জমিবাড়িঘরচার্চ সব দখল নিয়ে নিচ্ছে। আমাদের সাগর, সাগরের মাছ, জাল সব পুড়ে গেছে, প্রাণ নিয়ে পালানোর চেষ্টায় আছে সব। যারা পেরেছে তারা পেরেছে, যারা এখনও আছে, তারা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে, পুড়ে মরার অপেক্ষায় আছে। আমরা যারা বিদেশে আসছি তারা বিদেশিদের জিজ্ঞেস করতে চাই যে, কেন তারা আমাদের ধর্মত্যাগী করেছিল? যদি বাঁচাতেই না পারবে তাহলে ধর্ম থেকে সরালো কেন? কিন্তু বলবো কীভাবে, কোনো বিদেশিতো আমাদের সঙ্গে মেশে না, কেউতো শুনতেও আসে না আমাদের কথা। তুই কি কোনো বিদেশিকে এখানে দেখেছিস কখনও আসতে? একদিনও? আমিতো দেখি নাই।

আদেল হেসে ফেলে আন্নার কথায়। 'আরে বিদেশি কাকে বলছিস? ওরাইতো এদেশের, আমরা এখানে বিদেশি। দেখিস না ওই যে যারা যারাই এখানে পোস্টার হাতে, ছবি হাতে এখানে খাড়া হয়েছি, সবাই বিদেশি। তোর কি মনে আছে একদিন অনেক গোরা-রা এখানে এসেছিল? এইতো মাস দু'য়েক আগে, মনে নাই?'

ঃ কবেরে? আমিতো মনে করতে পারছি না।

ঃ ওই যে যেদিন একটি নাকবোচা আওরাত, নাঙ্গা হয়ে একটি বাচ্চা কোলে নিয়ে এখানে খাড়া হলো? তার সঙ্গে দুজন নাঙ্গা মরদ ছিল, যাদের পরনে কিছু ছিল না শুধু পুরুষাঙ্গটি একটি নলের মধ্যে ঢুকানো ছিল।

ঃ আর মহিলাটি?

ঃ তার মানে তুই দেখিসনি। ওরা নাকি আমাজনের জঙ্গল থেকে এসেছে। কেউ ওদের নিয়ে এসেছিল। আওরাতটির পরনেও কিছু ছিল না। কোলের বাচ্চাটি কিছুক্ষণ পর পর বুকের দুধ চুষছিল। তখনও শীত ছিল বেশ, আমি আওরাতটির শরীরের পশম দেখছিলাম, দাঁড়িয়ে যাচ্ছে শীতে।

ঃ কী বলিসরে, কেউ তারে কোনো কাপড় দিলো না?

ঃ না ওরা নাকি কাপড় পরে না। নাঙ্গা হয়ে থাকে।

ঃ ওদেরকে পেলেনে আসতে দিলো কাপড় ছাড়া?

ঃ সেটা আমি কী করে বলবো? আমিতো শুধু দেখছিলাম ওই আওরাতকে, মরদ দু'টিকে। কিছুক্ষণ পর পর তাদের হয়ে কেউ কথা বলছিল। এই চত্বর ভরে গিয়েছিল সাদা লোকে, ক্যামেরা আর বিশাল বিশাল গোল গামলায়, গাড়ির ওপরে সেই গামলা দিয়ে নাকি টেলিভিশনে ছবি পাঠায়।

ঃ ওদেরও কি আমাদের মতো ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে? ওদের পুরুষদের হত্যা করেছে কেউ?

ঃ না ওদের বাচ্চাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে তোদের মতো পাদ্রিরা, নিয়ে গিয়ে কী করছে ওরা তা জানে না। তবে ওদের মতে ওদের বাচ্চাদের জোর করে নতুন ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে। গভীর জঙ্গল থেকে এরকম হাজারে হাজারে বাচ্চা গায়েব হয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে, কী হচ্ছে তাদের সঙ্গে কেউ জানে না। তারাও আমাদের মতো বিচার চাইতে আসছিল, খাড়া ছিল ঘণ্টা খানেক, এরকম শীতে কি এরকম নাঙ্গা হয়ে থাকা যায় বেশিক্ষণ?

ঃ আহারে আমাদেরকেওতো এরকম ভাবেই ধরে ধরে নতুন ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়েছিলরে, আমাদের পূর্বপুরুষও সাগরের ধারে, গভীর জঙ্গলে যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছিল, সন্তান উৎপাদন করছিল কিন্তু এইসব

ইংরেজি ভাষা কিংবা নিজের মাতৃভাষার বাইরে উপমহাদেশের সিনেমার ভাষার বাইরে, ওর দেশের আরো কিছু বড় বড় ভাষার বাইরে আদেল আর কোনো ভাষা জানে না, তাই তাকিয়ে থাকে সাংবাদিকের মুখের দিকে, মাথাও নাড়ে না আদেল, সাংবাদিক বুঝতে পারে হয়তো যে, আদেল কিছুই বুঝতে পারছে না, এবার সাংবাদিক দাঁড়িয়ে থাকা উঁচু চেয়ারটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এই চেয়ারটি এখানে কেন জানো?' আদেল আবারও বুঝতে পারে না, সাংবাদিক ওকে কী জিজ্ঞেস করেছে, শুধু এটুকু বোঝে যে, ওকে ওই চেয়ারটি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, আদেল ফিক্ করে হেসে দেয়, হেসে দিয়ে বলে, 'চেয়ারটির একটি পায়া ভাঙা', আদেলের মাতৃভাষায় বলা একথার অর্থ সাংবাদিক বোঝে না, একটু সময় নিয়ে সাংবাদিক পাশেই আরেকজনের দিকে এগিয়ে যায়

বিদেশি সাহেবরা আমাদেরকে লোভ দেখিয়ে, জোর করে ধর্মত্যাগী করেছিল, আমরা ভালোই ছিলামরে, নানি-দাঈরা গল্প বলে, আমাদের চাকরি ছিল, কতো জনা বিদেশে চলে গেছে আগেই বিয়ে করে, চাকরি নিয়ে, তখন সুদিন ছিল, সব সাগরে গেছেরে, সব সাগরে গেছে। এখন আমাদের জমি-জমা, ঘর-বাড়ি ও নারী সব দখলে নিতে চায় ওরা, সবাইকে সরিয়ে দিতে চায়, জঙ্গল উজাড় করে কারখানা বানাতে চায়— আমাদের জন্য বলার কেউ নাইরে, বড় দুঃখ, বড় কষ্ট আমাদের। তোদেরও কি দুঃখ ধর্মের কারণে?

ঃ আরে ইয়ার না, আমাদের ধর্ম একই, কিন্তু তাতে কি, আমাদেরতো জিনা হারাম হয়ে গেছে। আমাদের জমি আছে, আমাদের ফসল আছে, আমাদের নিজস্ব জবান আছে— এসব কেন আছে, এসব থাকলেই সমস্যা। আমাদের দুর্বলতাও আছে, আমরা স্বাধীনতা চাই, বঙ্গাল মুল্লুকের মতো আমরাও স্বাধীনতা চাই— স্বাধীনতা চাওয়া কি দোষের বল?

আন্নার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর নেই, কারণ আন্না-রা স্বাধীনতা চায় না, আন্নারা একটি দেশে মিলেমিশে সবার সঙ্গে বাস করতে চায়, শান্তিতে, নাগরিক হয়ে, অধিকার নিয়ে— আন্না এর বেশিকিছুই জানে না বোঝে না, আন্না মাছ ধরতে জানে, ছোট্ট ছোট্ট ডিঙি নিয়ে সাগরে চলে যেতে জানে, ঝড় এলে ডিঙি উল্টে তার তলে ভেসে থাকতে জানে, কখনও কখনও গভীর রাতে যখন মাছের চাগাড় ওঠে জালে আটকা পড়ার জন্য তখন ওর দু'চোখ চক চক করে উঠতে জানে— এই শহরে, এই স্বচ্ছ জলের হ্রদের শহরে আন্না ঘণ্টার পর ঘণ্টা পানির দিকে তাকিয়ে থাকতে জানে, পানির তলায় অনামি মাছেরা ঝিলিক দিয়ে যায়, সূর্যের আলোয় ওদের লেজে আন্না নিজের মাছধরা-অতীত দেখতে পায়, আর শীতে যখন হ্রদের জল জমে যায়, বরফের ওপর ছেলেমেয়ে বুড়ো নারীপুরুষ শিশু দৌড়োয়, ওদের আনন্দ দেখে আন্নারা বিষণ্ন হতে জানে— শীত আন্নাকে কাবু করে ফেলে খুব, জ্বর হয়, কফ্ জমে বুকের ভেতর, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, আন্না তাই এদেশের অ-বোঝা ভাষার মতোন আনন্দটাও ঠিক বোঝে না। মাঝে মাঝে যখন এই বিশাল চেয়ার-দাঁড়ানো ময়দানে এসে আন্নারা জড়ো হয় তখন ওদের মতো আরো অনেক মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তাদের অনেকেরই ভাষা আন্না কিংবা আদেল কেউই বোঝে না, তবুও ওরা এক হয়ে যায় এই চেয়ারের তলায় পাশে সামনে পেছনে দাঁড়িয়ে— হাতে পোস্টার, প্ল্যাকার্ড, কখনও মাথার ওপর রোদ, কখনও বৃষ্টি, কখনও তুষারপাত; এখানেই আন্না আর আদেল মিলেমিশে যায় কিন্তু ওদের দেশেতো যুদ্ধ চলে বা নিরন্তর একে অন্যকে গুলি করে, কখনও কেউ মারা যায়, কখনও গুলিটা খরচ হয়ে যায়, গুলির মূল্য নেই তা যদি কাউকে হত্যা করতে না পারে।

এখন প্রতিবাদের মাস। আদেল ওর ভ্যানগাড়িতে ওর জন্মভূমিতে মানুষ নীপিড়নের ছবি লটকিয়ে শহরময় ঘুরে এসে এই চেয়ার-দাঁড়ানো ময়দানে এসে থামে। আরও অনেকেই এখানে আছে, আজও, থাকারই কথা, এখন এখানে প্রতিবাদের সময়, নানা দেশ থেকে সরকারের লোকজন আসবে, তাদের সামনে দাবি তুলে ধরার এই-ই সময়, মানুষ হত্যার বিরুদ্ধে, না খাইয়ে রাখার বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শিশুমৃত্যুর বিরুদ্ধে, জোর করে ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে কিংবা সংখ্যাগুরুর হাতে সংখ্যালঘুর ধর্ম আক্রান্ত হওয়ার বিরুদ্ধে— প্রত্যেকের হাতেই কিছু না কিছু আছে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আজ অনেক মানুষ, দূরে পতাকাগুলো উড়ছে, আদেল ওর দেশের সবুজ সাদা চানতারা পতাকাটি চিনতে পারে যদিও এই পতাকার প্রতি ওর আগ্রহ নেই আগ্রহ জন্মই নেয়নি। আজ আন্নাকে দেখা যাচ্ছে না, আন্নাদের অন্য লোকজন আছে, আজ দু'একজন সাংবাদিকও আছে মনে হচ্ছে, ঘুরে ঘুরে কথা বলছে মানুষের সঙ্গে, কেউ কারো ভাষা বুঝতে পারছে বলে মনে হয় না, তবে ছবি তুলছে দেদার, আদেল সাংবাদিকদের আশেপাশে ঘুরে ওর ভ্যানগাড়িটার পাশে এসে দাঁড়ালো, রুটি-বিলিকরা ভ্যানের মতো তিন চাকার সাইকেলের ওপর বাক্স বসানো ভ্যানটার গায়ে ঝোলানো ছবি, আগামী মার্চ মাসে একটি প্রতিবাদ সভার তারিখ লেখা তাতে, ওড়না দিয়ে মুখঢাকা এক নারীর কোলে হাড় জিরজিরে একটি শিশু, শিশুর চোখ দু'টো অন্ধ, আদেল জানে না এই ছবিটির শিশুটি সত্যই অন্ধ কিনা, ও এই ছবি নিয়ে দিনমান ঘুরে বেড়ায়, এটাই ওর কাজ বা দায়িত্ব— 'কী নাম?' ইংরেজি ভাষায় ওর কাছে একটি প্রশ্ন আসে, এটুকু ইংরেজি আদেল জানে, নামও বলে। একজন মেয়ে সাংবাদিক ওর দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে তাকিয়েছিল, পেছনে ক্যামেরা হাতে একজন পুরুষ, আদেল নাম বলে হাসে না, তাকিয়ে থাকে সাংবাদিকের ক্যামেরার দিকে, সাংবাদিক জিজ্ঞেস করে, 'বেলুচিস্তান?' নিজের জন্মভূমির নাম আদেল জানে, মাথা নেড়ে হ্যাঁ সূচক ইশারা করে, সাংবাদিক আবারও জিজ্ঞেস করে, 'তোমার দেশেতো যুদ্ধ শুরু হচ্ছে, জানো তুমি?' ইংরেজি ভাষা কিংবা নিজের মাতৃভাষার বাইরে উপমহাদেশের সিনেমার ভাষার বাইরে, ওর দেশের আরো কিছু বড় বড় ভাষার বাইরে আদেল আর কোনো ভাষা জানে না, তাই তাকিয়ে থাকে সাংবাদিকের মুখের দিকে, মাথাও নাড়ে না আদেল, সাংবাদিক বুঝতে পারে হয়তো যে, আদেল কিছুই বুঝতে পারছে না, এবার সাংবাদিক দাঁড়িয়ে থাকা উঁচু চেয়ারটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এই চেয়ারটি এখানে কেন জানো?' আদেল আবারও বুঝতে পারে না, সাংবাদিক ওকে কী জিজ্ঞেস করেছে, শুধু এটুকু বোঝে যে, ওকে ওই চেয়ারটি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, আদেল ফিক্ করে হেসে দেয়, হেসে দিয়ে বলে, 'চেয়ারটির একটি পায়া ভাঙা', আদেলের মাতৃভাষায় বলা একথার অর্থ সাংবাদিক বোঝে না, একটু সময় নিয়ে সাংবাদিক পাশেই আরেকজনের দিকে এগিয়ে যায়। শুধু সাংবাদিকের সঙ্গে থাকা ক্যামেরাম্যান ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকা তিন তলা সমান উঁচু লাল চেয়ারটির দিকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে রাখে, সেখানে নিশ্চয়ই চেয়ারটির ভাঙা পায়ের ছবি উঠছে, আদেল ভাবতে থাকে।